চাক

প্রান্তের জীবন

চাক: প্রান্তের জীবন

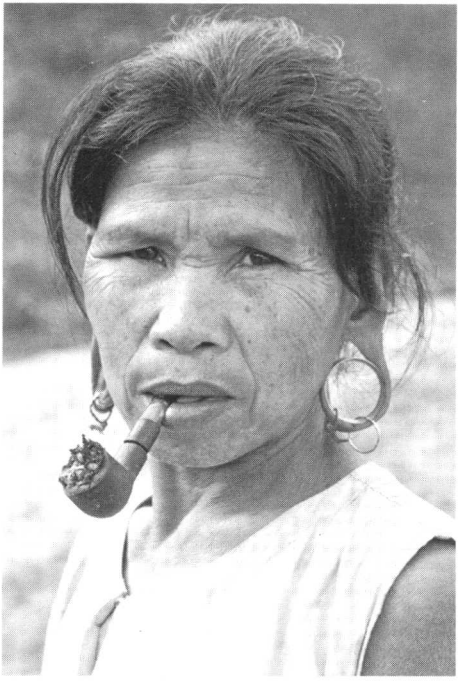

সম্পাদক: ফিলিপ গাইন

সম্পাদনা সহকারী
পার্থ শঙ্কর সাহা ও খাদিজা খানম

প্রকাশক
সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড)
১/১ পল্লবী (ষষ্ঠ তলা), মিরপুর, ঢাকা-১২১৬, বাংলাদেশ
ফোন: ৮৮-০২-৮০৬০৬৩৬ ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৮০৬০৮২৮
ই-মেইল: sehd@citech.net, sehd@sehd.org
ওয়েব পেজ: www.sehd.org

প্রথম প্রকাশ: ২০১১

আলোকচিত্র (প্রচ্ছদ ও অন্যান্য): ফিলিপ গাইন

প্রচ্ছদ: গৌতম চক্রবর্তী
আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৮৯৫২-০৩-০
মুদ্রক: দি ক্যাড সিস্টেম
কম্পোজ এবং পৃষ্ঠাসজ্জা: লাকী রুগা ও প্রসাদ সরকার

স্বত্ব: সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড)

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। সংবাদপত্র বা সাময়িকীতে পর্যালোচনা বা প্রকাশের জন্য সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি ব্যতিরেকে এই গ্রন্থে প্রকাশিত কোনো লেখার আংশিক বা সম্পূর্ণ পুনর্মুদ্রণ অথবা অন্য কোনোভাবে সংরক্ষণ বা প্রকাশনার জন্য অবশ্যই স্বত্বাধিকারীর লিখিত পূর্বানুমতি নিতে হবে।

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা, ব্যবহারিক গবেষণা ও মানুষের চিন্তা-চেতনার বিকাশে সচেষ্ট সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ১৯৯৩ সালে প্রতিষ্ঠিত একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান। *"চাক: প্রান্তের জীবন"* চাকদের উপর একটি পূর্ণাঙ্গ জরিপ এবং তাদের জীবন ও সংগ্রামের নানা দিক দিয়ে তথ্য উপাত্ত ও বিশ্লেষণের সংকলন।

The Society for Environment and Human Development (SEHD), a non-profit Bangladeshi organization, was founded in 1993 to promote investigative reporting, engage in action-oriented research, assist people to think and speak out. *The Chaks: Life on the Fringe* is monograph that contains a survey report on the socio-economic conditions of the Chaks and analytical articles and reports on different aspects of their life, culture, and struggle.

মূল্য: ১৫০ টাকা US$5

সূচি

ভূমিকা v-vi

কৃতজ্ঞতা vii

চাক: প্রান্তের জীবন–পার্বত্য চট্টগ্রামের একটি অতি ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক জরিপ ০১-৩২
—খাদিজা খানম, পার্থ শঙ্কর সাহা এবং ফিলিপ গাইন

সংযোজনী—ক: এক নজরে চাক গ্রামসমূহের কিছু মৌলিক তথ্য-উপাত্ত ৩৩

সংযোজনী—খ: চাক গ্রামসমূহের তথ্য-উপাত্ত (বেজলাইন ডাটা) ৩৪-৪৩

চাক: পাবর্ত্য চট্টগ্রামের একটি ক্ষুদ্র জাতি ৪৫-৬০
—লুসিল সরকার

লংগদুঝিড়ি (খাল) চাকপাড়া ছেড়ে গেছে চাকরা, পার্শ্ববর্তী বাদুরঝিড়ির চাকরা উচ্ছেদের আশংকায় ৬৩-৭১
—ফিলিপ গাইন

চাক জাতিগোষ্ঠীর অধিকার: সেমিনার রিপোর্ট, নাগরিক ঘোষণা ও সুপারিশ
—শেখর কান্তি রায়, পার্থ শঙ্কর সাহা এবং ফিলিপ গাইন

ছবির বর্ণনা ৭৯-৮০

ভূমিকা

পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যতম ক্ষুদ্র একটি জাতিগোষ্ঠী চাক। তাদের সংখ্যা তিন হাজারের বেশি নয়। বসবাস বান্দরবান পার্বত্য জেলার এক প্রান্তে নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলায়। বাংলাদেশের বাইরে চার থেকে পাঁচ হাজার চাকের আবাসস্থল মায়ানমার। পৃথিবীর অন্য কোথাও এই অনন্য এবং সুন্দর জাতির মানুষ বাস করেন এমন কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্য বা দলিল নেই। সংখ্যার দিক থেকে চাকরা যত নগণ্য হোক না কেন, নিজস্ব ভাষা এবং জীবনযাপনে অনন্য এক জাতির মানুষ চাক। চাক গ্রামে গেলে চোখে পড়বে চাকদের সদাহাস্য মুখ আর চাক বৃদ্ধাদের ভিন্নতর বৈশিষ্ট্যমন্ডিত চেহারা। কানের ফুটোতে পরা অস্বাভাবিক বড় আকারের দুল বয়স্ক চাক নারীদের অনন্য এক বৈশিষ্ট্য।

বাংলাদেশের অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর চেয়ে ভিন্নতর বৈশিষ্ট্যের অধিকারী এই জাতির মানুষ কয়েক শতাব্দি ধরে প্রত্যন্ত পাহাড়ি জঙ্গলে ঘেরা গ্রামে বাস করেছে তাদের ঐতিহ্যবাহী জুম চাষের উপর নির্ভর করে। কিন্তু বিগত কয়েক দশকে চাকদের এলাকায় ঘটেছে বেশ কিছু পরিবর্তন যা তাদের নিরুপদ্রব জীবনযাপনে বাধা সৃষ্টি করেছে। তাদের প্রথাগত জমিতে হয়েছে বাঙালি অভিবাসন। বাঙালি অভিবাসনকারী এবং পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা মানুষ দখল করে নিয়েছে তাদের শিকার ও আবাসনের জায়গা। জঙ্গল উজাড় ও জায়গা দখল হয়ে যাবার ফলে চাকদের জীবনযাপনের ধারাটিই গেছে পাল্টে। এই পরিবর্তিত অবস্থায় চাকদের উপর তৈরি হওয়া চাপের দুটো বড় অনুষঙ্গ হলো রাবার ও তামাক চাষ। চাকদের প্রথাগত ভূমি এখন রাবার ও তামাকের ক্ষেতে পরিণত হয়েছে। বহিরাগত যারা লিজ নিয়ে রাবার চাষ করছে, স্থানীয় পরিবেশ সম্পর্কে যেমন তাদের ধারণা নেই তেমনি শ্রদ্ধাবোধ নেই এসব অঞ্চলের আদিবাসীদের সম্পর্কে। সামান্য পরিমাণ সমতল জমি যেখানে চাকরা তাদের প্রয়োজনীয় শাকসবজি বা শীতের ফসল ফলায়, তাও পরিণত হয়েছে তামাকের ক্ষেতে। নন্দিত নিসর্গের ধ্বংসযজ্ঞের সাথে হুমকির মুখে পড়েছে চাকদের নিরাপত্তা। সাম্প্রতিক সময়ে বহিরাগতদের চাপে চাক গ্রাম লংগদুঝিরির (খাল) চাক পাড়ার সব মানুষ গ্রামটিই ছাড়তে বাধ্য হয়েছে।

অনেক চাক গ্রাম আছে, যেখানকার মানুষরা রাবার ও তামাক চাষের কারণে প্রতিনিয়ত তাদের ঘর, ভিটেমাটি কিংবা প্রথাগত জমি হারানোর প্রহর গুনছে।

রাবার চাষ নিয়ে অনুসন্ধান চালাতে গিয়ে মূলত চাকদের সম্পর্কে আমরা জানতে

পারি। চাক অধ্যুষিত অঞ্চলে মানুষেরই তৈরি দুর্যোগ আমাদের হতবাক করে। এই জাতির মানুষ, তাদের দৈনন্দিন জীবনযাপন, রন্ধন প্রণালি ইত্যাদি আমাদের আগ্রহের সৃষ্টি করে। আমরা চাকদের ভেতর একটি 'জাতি'র সন্ধান পাই। এরপরেই চাকদের আর্থসামাজিক চিত্র তুলে ধরার জন্য জরিপ কাজ শুরু করি।

চাকদের নিয়ে জরিপ থেকে পাওয়া প্রাথমিক তথ্যের বাইরে এই বইয়ে সন্নিবেশিত হয়েছে অতিরিক্ত আরো তথ্য, কাহিনী, এবং বিশ্লেষণ। চাক অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিবেশগত বিপর্যয়, এর পেছনের কারণ এবং চাকদের প্রতি তৈরি হওয়া হুমকি সম্পর্কে ধারণা পেতে এ সমস্ত লেখা ও তথ্য সহায়তা করবে। পরিবেশবিদ, মানবাধিকার কর্মী এবং সাধারণ পাঠকদের কাছে তথ্য সমৃদ্ধ এ ক্ষুদ্র বইটি সমাদৃত হবে এ প্রত্যাশা করি।

ফিলিপ গাইন
সম্পাদক

কৃতজ্ঞতা

চাক জাতির প্রতিটি মানুষের ঐকান্তিক সহযোগিতার ফসল এ ছোট বইটি। তাদের প্রতি আমাদের ঋণ অসীম। কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন চাক গ্রামের মানুষ প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করা থেকে শুরু করে চাকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা নিয়ে জরিপ কাজে সহযোগিতা করেছেন। প্রতিটি ঘরে গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়েছে আমাদের ঐ জরিপটা চালাতে গিয়ে। চাক গ্রামগুলোতে গেলে সেখানে তারা আমাদের সাদরে গ্রহণ করেছেন। জঙ্গলে ঘেরা প্রত্যন্ত গ্রামে তারা আমাদেরকে নিরাপদে রেখেছেন, আপ্যায়ন করেছেন এবং নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন। তাই কিছু মানুষের নাম উল্লেখ করে তাদের ধন্যবাদ দিয়ে কৃতজ্ঞতা জানানো যথেষ্ট নয়। তারপরেও কিছু মানুষের নাম আমাদের উল্লেখ করতেই হচ্ছে যাদের আন্তরিক সহযোগিতা ছাড়া আমরা এ জাতিকে চিনতে পারতাম না এবং জরিপ বা এই প্রকাশনাও সম্ভব হতো না। এদের মধ্যে আছেন ধুং ছা অং চাক, মং মং চাক, চিং ছা হ্লা চাক, উছা মে চাক, এমং চাক, হ্লা ক্রাইন চাক, মং কিউ চিং চাক, মং ছা নু চাক, এ এ চিং চাক, ছা ক্রা অং, থোয়াই ছা চাক, চিং হ্লা মং এবং মং ছাউ থোয়াই চাক।

খানা জরিপের কাজে নিয়োজিত ছিলেন কয়েকজন চাক তরুণ-তরুণী। এরা হলেন মং ফো চিং, সাগোয়ে চাক, উবা ছাই চাক, মং কু চিং, মং এ চিং চাক, থোয়াই ছা মং, মোওয়াং চাক, মং চাইদা, এবং ধুং ছা অং চাক।

সেড-এর কর্মীদের মধ্যে লুসিল সরকার, পার্থ শঙ্কর সাহা, শেখর কান্তি রায় এবং এফএম এ সালামের কথা উল্লেখ করতে হয় যারা চাক অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে একাধিকবার গেছেন তথ্য সংগ্রহের কাজে। কোনো কোনো প্রত্যন্ত এলাকায় যাওয়া ঝুঁকিপূর্ণও ছিল। তথ্য-উপাত্ত যাচাই বাছাই, অনুবাদ, চাকদের নিয়ে আয়োজিত চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন এবং চাকদের বিষয়ে ঘোষণাপত্র তৈরিতে তারা নিরন্তর সহযোগিতা করেছেন।

জরিপ প্রতিবেদনটি ইংরেজি অনুবাদে সহযোগিতা করেছেন ব্রাক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সাবরিনা মিতি গাইন, তাকে ধন্যবাদ।

সেড-এর দুই উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান জার্মানির মিজেরিওর এবং নেদারল্যান্ডের ইকোর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। কাজের বিষয় নির্বাচন এবং কৌশল নির্ধারণে তারা বরাবরই সেড-কে উদাত্ত সহযোগিতা প্রদান করেছে।

চাক: প্রান্তের জীবন

পার্বত্য চট্টগ্রামের একটি অতি ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক জরিপ

যারা রিপোর্ট লিখেছেন

খাদিজা খানম, পার্থ শঙ্কর সাহা এবং ফিলিপ গাইন

মাঠ জরিপ

মং ফো চিং, সাগুয়ে চাক, উবা চায় চাক, মং কু চে, মং এ চিং চাক, থোয়াই চা মং, মাওয়াং চাক, চায় দা মং এবং ধুং ছা অং।

টেবুলেশন

প্রসাদ সরকার, মুক্তি রানী দে এবং মমতাজ বেগম

চাক: প্রান্তের জীবন

পার্বত্য চট্টগ্রামের অতি ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীগুলোর একটি চাক। সংখ্যায় তিন হাজারের বেশি নয়। অধিকাংশের বসবাস বান্দরবান পার্বত্য জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলায়। বাংলাদেশের অন্যান্য ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী থেকে ভাষা ও কৃষ্টি-সংস্কৃতিতে আলাদা বৈশিষ্ট্যের চাকরা জঙ্গলঘেরা পাহাড়ি গ্রামগুলোতে নির্বিঘ্নে বসবাস করেছে শত শত বছর ধরে। ঐতিহ্যগত কৃষি জুমচাষ করে সচ্ছল জীবনযাপনে তাদের কোনোই অসুবিধা হয়নি। কিন্তু গত কয়েক দশকে চাকদের এলাকায় যে পরিবর্তন ঘটেছে তাতে তারা অশান্তির মধ্যে পড়েছে। তাদের আশেপাশে বাঙালি বসতি গড়ে উঠেছে। অভিবাসী এসব বাঙালি এবং আশপাশের এলাকার মানুষ তাদের ঐতিহ্যগত ভূমি থেকে প্রায় নিঃশেষ করেছে প্রকৃতির দান বাঁশ, গাছ ও বন্যপ্রাণী।

এ বইয়ের বিষয় চাকদের আর্থসামাজিক অবস্থা, তাদের জীবন, সংগ্রাম এবং বাংলাদেশের এক প্রান্তে পরিবেশ বিপর্যয় বুঝতে সহায়ক নানা তথ্য, উপাত্ত, কাহিনী এবং বিশ্লেষণ।

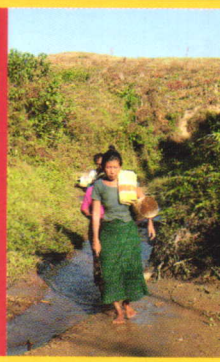

সেড

আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪৮৯৫২-০৩-০

মূল্য: ১৫০.০০ টাকা US$5